৩

২৭শে আষাঢ়, ১৩৪২। স্থান—সৎসঙ্গের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ। কাল—প্রভাত। অদূরে বর্ষাস্ফীত পদ্মার গৈরিক জলধারা মাঠ ভাসাইয়া চলিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ছোট্ট তাঁবুতে বসিয়া আছেন।

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনি তো সেদিন বললেন, আদর্শপ্রাণতা সহজেই হয়, কিন্তু দেশে তো দেখি sexually damaged আর eccentric-এর অভাব নেই? এই তো আপনার "তাঁর চিঠি" খুঁজে-খুঁজে কোথায় 'চুমু খাওয়া' কথাটা আছে, তাই নিয়ে তো কত লোক অস্থিরই হ'য়ে উঠেছে। এরা তো, মনে হয়, মেয়ে-বোনকে চুমু খেতেও sexually irritated হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যাদের libido* normally uphill course নিয়েছে, যাদের বংশ-পরম্পরা higher instincts inherit ক'রে চলেছে—এক-কথায়, যারা bred from higher heredity, তারা যদি অবস্থা-বিপর্য্যয়ে sexually wreck-ও হয়, তাদের conscience কি একটা অজানা স্মৃতি নিয়ে জেগে দাউ-দাউ ক'রে জ্বলতে থাকে একটা বিরাটের ক্ষুধায়—যদিও তা' জানে না,—তাই, wreck হ'লেও তাদের libido intact-ই থাকে;—তাই তারা বড় বা ভাল-কিছু পেলেই তৃপ্তি-আকুল উদ্‌গ্রীবতায় আপ্রাণ আঁকড়ে ধরতে চায়—যেমন natural magnet!

* "Libido" কথাটি এই গ্রন্থের সর্ব্বত্রই আমাদের সমগ্র সত্তার একটা টান বা ঝোঁক এই অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আর, আমাদের এই ঝোঁকটা কখনও নিম্নগামী, কখনও আবার ঊর্দ্ধগামী। এক ঝোঁক বা "libido" যখনই আমা-হ'তে কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপর পড়ে, তা'কেই "uphill libido" বলা হয়েছে বা "libido normally uphill course নিয়েছে" বলা হয়েছে।

কিন্তু যাদের libido distorted, কিংবা lower instinct নিয়ে একটা higher pose-এ যারা মানুষের সাথে মেলামেশা করছে, তারা ভাল যা' সব-কিছু ঠেলে ফেলে তাদের instinct যা' চায় তাদের প্রকৃতি তাই আহরণ করতে উদ্ব্যস্ত, আর, সেইজন্যই অনবরত ভালকে distort ক'রে তাদের আহার্য্যে পরিণত করতে চায়—তাই তাদের দুর্দ্দশা অমনতর!

তারা হয়তো মেয়ের মুখে চুমু খেতে গেলেই sexually irritated হ'য়ে পড়ে, মায়ের বুকে শুতে গেলেই হয়তো কাম-কল্পনায় বিব্রত হ'য়ে ওঠে। যা-কিছু evil, বিশেষতঃ sexual—তাই নিয়ে deal করে, অথচ তারা যেমন-যেমন ক্ষেত্রে অমনতর filthy রকমে excited বা entangled হয়, অন্যের কোন normal affair-এ-ও by a distorted channel of association তাদের ঐ filthy স্মৃতি excited হ'য়ে নিজেদের ভিতরকার ঐ filthiness-কে normally innocent-দের উপর project ক'রে, নিজেদের রঙ্গে তাদের রাঙ্গিয়ে, গা-টাকা-ভালমানুষী so-called honest pose-এ কোন-একটা ছুতো নিয়ে, চর্চ্চার ভিতর-দিয়ে, enjoy না-ক'রেই পারে না। আর এগুলি প্রায়ই তারা ক'রে থাকে একটা auto-initiative bravo-aggrandising-self-support-এর attitude-এ।

তারা জানে না, বোঝে না, এমন কি বুঝতেও নারাজ, যে কেবলমাত্র good activity নিয়ে engaged থাকলেই মনের evil যা'-কিছু inactive and uninterested হ'য়ে ওঠে, তেমনি evil activity নিয়ে থাকলে মনের good যা'-কিছু automatically deteriorate করে,—অপরের যা'-কিছু good, evil angle-এ determine করতে চেষ্টা করে। এই সব কেরদানীই হ'চ্ছে distorted libido-র কেরদানী।*

* Distorted libido হ'লে অর্থাৎ আমাদের সত্তার ঐ ঝোঁকটা যখন বিকৃত হ'য়ে পড়ে, সেই অবস্থায়ই আমরা এইরূপ বিকৃতভাবে চলি।

প্রশ্ন। Normal libido মানেই বা কী, আর distorted libido-ই বা আপনি কা'কে বলছেন? বুঝতে তো পারলাম না?

শ্রীশ্রীঠাকুর। প্রত্যেক being-এরই tendency of unification ব'লে একটা property আছে।* সে তার environment থেকে যা' তার অনুকূল, তাই নিয়ে বেঁচে becoming-এ চলতে চায়—আর ঐ রকমই তার বৈশিষ্ট্য। তাই, যে যা' নিয়ে বাঁচতে চায়, environment-এর ভিতর সেইদিকেই সে স্বভাবতঃই inclined; আর এই inclination দেখে চিনতে পারা যায়, তার being-এর instinct lower কি higher.

আর, distorted হ'লে এর কিছু ঠিক-ঠিকানা থাকে না। সে হয়তো চলে এক-রকম pose নিয়ে, ক্ষুধা বা তৃপ্তি তার ঠিক উল্টো রকমে। আবার, ক্ষুধা ও তৃপ্তি তার যা' দিয়ে, চলা ঠিক তার উল্টো। ফলকথা, তার libido-র lines of tendrils-গুলি একটা কেমনতর বিদ্‌ঘুটে হ'য়ে যায়। এই দিয়েই বুঝতে পারা যায় distorted libido কি না।

প্রশ্ন। আচ্ছা, মানুষের libido-টা কী, ভাল ক'রে তো বুঝলাম না? আবার, এই libido damaged-ই বা হয় কখন, আর distorted-ই বা হয় কখন?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Libido-টা আর কিছুই নয়—প্রাণীর সত্তায় যে একটা স্বাভাবিক টান থাকে, যা'-দিয়ে সে environment-এর কিছুকে নিজের দিকে এগিয়ে নিয়ে গৌরবে উপভোগ করে, সেই টানটা বা ঝোঁকটা।†

যখন মানুষের forefront-এ Superior Beloved ব'লে কিছু থাকে না—অর্থাৎ তার instinct-গুলি বা complex-গুলি যাঁর সাহচর্য্যে

* ইহাকেই আমরা সমগ্র সত্তার একটা টান বা ঝোঁক বলে পূর্ব্বে বলেছি। প্রত্যেক জীবেরই ইহাই বৈশিষ্ট্য, জীবের জীবত্বের মূলেই আছে এই টান বা ঝোঁক বা tendency of unification অর্থাৎ 'libido'.

† "We are to emphasise the original unity of all instincts, and the energy expressed in all of them is called LIBIDO." —Jung

attracted হ'য়ে elated and elevated হ'তে পারে এমনতর-কেউ থাকে না, অথচ বাধ্য হ'য়ে এমনতর instinct-ওয়ালা environment-এর সঙ্গে বাস করে যা'তে সে অনবরত inferiority-র thrash পেতে থাকে—এমনতরভাবে যখন কেউ inferiority-তে inclined হ'য়ে debauched life lead করতে থাকে, তা'কে damaged বলা যেতে পারে।

আর, distorted তখনই হয়—কেউ যখন কাহাতে নিজেকে satisfy করবার জন্য inclined হয়, আর যেখানে সে inclined হ'চ্ছে তা' হ'তে returns with an insulting refusal; কিংবা এমন কোথাও inclined হয়েছে যেখানে তার approach করবার ক্ষমতাই হ'য়ে উঠছে না,—অথচ তার libido-র magnetic tendrils of attraction এত strong নয় যা'তে সে তা'কে পেতে হ'লে যতখানি হওয়া উচিত তা' পারে, অথচ না-পেলেও নয়। এমনতর অবস্থায় সে যখন তার অমনতর ক্ষুধাকে অন্য যা' তার instinct like করে না তা-ই দিয়ে পরিপূরণ করতে বাধ্য হ'য়ে, তার normal চাহিদাকে একটা pose of refusal দিয়ে ignore করতে থাকে—এমনতর অবস্থায়ই libido distorted বা বিকৃত হ'তে আরম্ভ করে।*

প্রশ্ন। এর হাত থেকে উদ্ধার পাবার উপায় কী?

শ্রীশ্রীঠাকুর। যারা damaged বা wreck, তারা যখনই অমনতর Superior Beloved পায়,—in a moment তার যত বড় অধঃপতনই হোক্-না-কেন, gain ক'রে নিতে পারে।‡

* "It is folly to pretend that one ever wholly recovers from a disappointed passion. Such wounds always leave a scar. There are faces I can never look upon without emotion; there are names I can never hear spoken without almost starting." —Longfellow

† "Transference of, or psychological attachment, to the psycho-analyst becomes the battle-field on which all the contending forces are to meet...All

কিন্তু যারা distorted, তাদের বেলায়ই গণ্ডগোল একটু বেশী, কারণ তাদের tendrils of attachment-ই insincere. Constantly watch ক'রে-ক'রে, তাদের প্রত্যেক complex-এর ভিতর-দিয়েই তাদের goad করতে হয়।* আবার, যিনি goad করবেন, তিনি যদি beloved-এ আপ্রাণ ও অটুট না থাকেন, তবে তাঁরও বিপদ আসতে কিছু আপত্তি নেই —তাই খুব সাবধানে চলতে হয়। †

প্রশ্ন। আচ্ছা, আপনার কথাগুলি অনেক লোকে যেমন পছন্দও করে, আবার repelled হ'য়ে গালাগালিও দেয়, তা' হয় কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। Distorted যারা,—যখনই তাদের প্রাণের সাথে কিছু সাড়া দেবে, ভেতরে পছন্দ হবে,—তার প্রতি এমন-একটা repulsive pose নেয়—যার জন্য গালাগালি দিতে পারে, অত্যাচারও করতে পারে। আর, তারা যে পছন্দ করেছে তার sign-ই হ'চ্ছে, তারা তা'তে active, enthusiastic হ'য়ে উঠেছে।

সাধারণতঃ মানুষ যা' পছন্দ করে না, তা' ignore করে—এমন কি,

---

the symptoms of the patient lose their original meaning and adapt themselves to a new meaning by its relation to transference. Everything depends on the faith one is able to put on the instructor." —Sigmund Freud

* "Observation shows that persons suffering from narcistic neuroses have no capacity for transference, or only insufficient remains of it. They reject the physician not with hostility but with indifference. That is why he cannot influence them. His words leave them cold, make no impression, and so the mechanism of the healing process which is able to set in motion else-where the renewal of the patho-genic conflict and the overcoming of the resistance to the suppression cannot be reproduced in them. They remain as they are." —Freud

† "Misuse of psycho-analysis is possible in various ways; above all, transference is a dangerous remedy in the hands of an unconscientious Physician. This excellent method is, of course, only practicable for one person, never for an entire class." —Sigmund Freud

তা' নিয়ে মনের ভিতর একটা তোলপাড়ই হ'তে চায় না। নিজের daily life-এর প্রতি লক্ষ্য করলেই বেশ বোঝা যায়।

কিন্তু কোন ব্যাপারে মানুষ যখনই কোন-না-কোন রকমে interested হয়, তখনই তা' নিয়ে সে automatically active হ'য়ে ওঠে।* তাই, তারা যে পছন্দ করেছে কিংবা তাদের মনে যে লেগেছে তারই sign হ'চ্ছে—তারা actively engaged হ'য়ে পড়ে। আর, এ-রকম হওয়ার কারণই তাদের ঐ libido-র বিকৃতি—distortion, তাদের ভাবার সাথে চলার কোনও মিল নাই। নিজেদের কাছে তারা always insincere—তাই, ঐ repulsion-টা, গালাগালটা exposed হওয়ার ভীতির থেকেই প্রায়শঃই ঘ'টে থাকে—তাদের নিজেদের কাছেও এবং পারিপার্শ্বিকের কাছেও।

---

* "What we attend to and what interests us are synonymous terms."
'The Will'—William James

৪

১০ই শ্রাবণ, ১৩৪২। স্থান—আশ্রম-সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ।
কাল—বর্ষণক্লান্ত প্রভাত। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর ছোট্ট
তাঁবুটিতে বসিয়া নানাপ্রসঙ্গে কথোপকথন
করিতেছিলেন।

প্রশ্ন। আচ্ছা, সেদিন যে libido-র কথা বললেন, পরিবারে-পরিবারে শান্তি আনতে হ'লে এই damaged sex দিয়ে তা' কি ক'রে সম্ভব হবে? আর, বিবাহই বা তাহ'লে ঠিকমত সম্ভব হয় কি ক'রে—সমাজে পুরুষ ও নারী যদি এমনধারা damaged হয়?

শ্রীশ্রীঠাকুর। বেঁচে থাকা ও বৃদ্ধি পাওয়া যদি আমাদের কাম্যই হয়, damaged আর distorted ব'লে ব'সে থাকলে তো চলবে না। চাই—আমরা যেমনতর অবস্থায় কেন থাকি না,—তাই করতে শুরু করা, যা'তে নাকি আমাদের জীবনটা যতদূর সম্ভব নিরাবিলভাবে ব'য়ে বৃদ্ধির পথে চলতে পারে। তাই, এই অবস্থা আমাদের যতটুকু বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়ার নিয়মগুলিকে অনুসরণ করতে পারে—immediately তা'তে সবাইকে লাগিয়ে দিতে হবেই। আর, এই অনুসরণই ক্রমাগত আরো হ'তে আরোতর উপযুক্ততায় অধিরূঢ় করবে।*

* "Act faithfully and you really have faith, no matter how cold and dubious you may feel......Form our acts and from our attitudes ceaseless inpouring currents of sensation come, which help to determine from moment to moment what our inner states shall be: that is a fundamental law of psychology."
'Selected Papers on Philosophy'—William James

তাই, আমাদের এই প্রাণে যতদূর আদর্শপ্রাণতা আসতে পারে তার discussion আর culture করতে হবে। পুরুষ যা'তে বিয়ে-পাগলা হ'য়ে কামপরায়ণতায় মেয়েদের দিকে অস্বাভাবিকভাবে inclined না হ'য়ে পড়ে দেখতে হবে।* যতদূর সম্ভব বর্ণ, বংশ, বিদ্যা ইত্যাদি হিসাবে higher worshipable heredity দেখে, শুনে, বুঝে, মেয়েরা যা'তে তাদের বর মনোনীত করতে পারে—পরিবারের ভিতর আলোচনার সহিত তা' সৎ-ভাবে শিক্ষা দিতে হবে।† এক-কথায়, এমনতরই সংস্কার গজিয়ে দিতে হবে—with a fanatic rigidity,—যা'তে মেয়েদের worshipable higher ছাড়া lower-এ—তা' যেমনতরই হোক্, একটা inclination-ই না হয়।‡ নারী ও পুরুষের ভিতরে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি ধ'রে এতদূর একটা honourable excitement চারিয়ে দিতে হবে, যা'তে তা' বিবেক-সন্দীপ্ত হ'য়ে অনবরত দাউ-দাউ ক'রে জ্ব'লে কর্ম্মপ্রবণতায় tremendous হ'য়ে ওঠে।

* "Man should run after glory, woman after man."—Napoleon Bonaparte
"So great is the human soul that some of its beauty is hidden by nearness. It needs distance between it and the beholder to be perceived in its true perspective."
'Married Love'—Marie Stopes

† "The various problems of marriage should be considered before actual marriage, viz. (1) the question of age (2) the question of health and heredity (3) the question of physical examination (4) the question of preparedness or preparation for marriage (5) the question of delayed procreation (6) the highly important question of compatibility—physical or psychic, on which so often the happiness of marriage rests."
—Havelock Ellis

‡ "Sometimes a young woman will, for a time, contemplate marriage with an attractive man of lower social class. Such a union should be strongly discouraged......for it is very unlikely to work out and the woman who has had such an idea seldom repents abandoning it. Lady Chatterlay can never be the happy wife of her peasant lover."
—Havelock Ellis

শিক্ষাগুলিকে এমনধারা একটা practical pose দিতে হবে—যা'তে further theoretical insight-গুলি শিক্ষার্থীদের normal common sense-এর ভিতর-দিয়ে আপনা-আপনিই একরকম গজিয়ে ওঠে; * examination-এর test-ও ঐ-রকমেরই হওয়া উচিত—ইত্যাদি ভেবে-চিন্তে হুড়মুড় ক'রে immediately লেগে যাওয়া। আর, ভাল করতে গিয়ে যদি কোনরকম কিছু মন্দও আসে, তা'তে ঘাব্‌ড়ে যেতে নেই,—বরং এই মন্দগুলি যেন চলার পথকে ভাল ক'রে দেখিয়ে দিতে পারে। আর, আমরা যদি এখনই এমনতর চলনে চলি, ইষ্ট-আলিঙ্গন পেতে আমাদের কতটুকু লাগে বলুন তো ?†

প্রশ্ন। আমাদের দেশে কেউ-কেউ তো ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন ক'রে গার্হস্থ্যাশ্রমে না ঢুকেই ধর্ম্ম করতে ব'লে গেছেন, কিন্তু আপনি বিবাহের কথা বলেন কেন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' তো ঠিকই। আগে বাঁচা ও উন্নতির আরোতর পথে অর্থাৎ বৃহতের পথে চলার নিয়মগুলিকে বেশ ক'রে এস্তামাল ক'রে, অভ্যাসে তার একটা চরিত্র ক'রে নিয়ে যদি সংসারে ঢোকা যায়, ‡ তবে তো

---

* "The development of desirable traits and characteristics—that intangible something which we call personality—is the chief work of the school."

Dr. Frank Cody

† বিবাহ-সংস্কারের ভিতর-দিয়ে পুরুষ ও নারীর মিলন যদি বাস্তব হয়, তবে একদিকে তাদের ব্যক্তিগত জীবন নব-নব কর্ম্মপ্রেরণায় যেমন বৃদ্ধির দিকে অটুটভাবে চলতে থাকে, তেমনি আবার সুপ্রজননে সুসন্তানদানে মানব-দম্পতি সমাজকে উন্নত ক'রে তোলে। আবার, শিক্ষাও যদি বাস্তব হয়, তবেও জাতির বাস্তব উন্নতি সাধিত হয়। এমনতরভাবে জীবন্ত বাস্তব আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে বিবাহ-সংস্কার, সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষা-সংস্কারের ভিতর-দিয়ে জাতি দ্রুত কল্যাণ ও উন্নতির দিকে অগ্রসর হ'তে থাকে।

‡ এমনিভাবেই প্রতি আর্য্যদ্বিজ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের শিক্ষা-সমাপনান্তে সংসারে ঢুকিত। ব্রহ্ম কথাটি আসিয়াছে বৃংহ্-ধাতু হইতে। বৃংহ্-ধাতু মানে বৃদ্ধি পাওয়া, দীপ্তি পাওয়া। মানুষ বা জীব বা জীবন যেমন করিয়া যাহাতে-যাহাতে বৃদ্ধির দিকে অগ্রসর হয় তেমনতর চলা, তেমনতর বলা, তেমনতর করা—এক-কথায়, তেমনতর আচরণের নাম ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম হ'তে সমাবর্ত্তন লাভ ক'রে প্রত্যেক আর্য্য-সন্তান এই দ্বিজত্বের মধ্য-দিয়ে গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করত—ইহাই ছিল আর্য্যসমাজের সাধারণ বিধি।

সেই চলায় মানুষ তার পারিপার্শ্বিক নিয়ে ইষ্টপ্রতিষ্ঠা ক'রে, ignorance-এর বাঁধনগুলি কেটে-কুটে, একটা মুক্তির আবহাওয়ার ভিতরে সেবা ও সম্বর্দ্ধনার সহিত তৃপ্তিপ্রেমিক হৃদয়ে, জ্ঞানের উজ্জ্বলতায় পথ দেখতে-দেখতে, অনায়াসে eternal becoming-বিজড়িত স্বর্গসুষমায় মুগ্ধপ্রাণে প্রবুদ্ধ হ'য়ে চলতে পারে—নতুবা যে ঠোকর খেতে-খেতেই কর্ম্ম নিকেশ।

বিবাহ করাটা মানুষের একটা normal hankering; *—মানুষের একটা inner instinct-ই, যেন সে বহু individual-এ পরিণত হ'তে চায়। আর, এই hankering-এর থেকেই হয়েছে স্ত্রী-পুরুষের মিলন-প্রবণতা।† তাই, এই মিলন-প্রবণতাকে এমনতরভাবে manage করতে হবে, যা'তে superior efficient embodiment-এর আবির্ভাবটা এক-রকম normal হ'য়ে ওঠে ‡—তাই, বিবাহ-সংস্কার যদি বিধিমত না হয় তাহ'লে এ কিছুতেই হ'তে পারে না।

"ছায়াং যথেচ্ছচ্ছরদাতপার্ত্তঃ
পয়ঃ পিপাসুঃ ক্ষুধিতোঽন্নমন্নম্।
বালো জনিত্রীং জননী চ বালম্
যোষিৎ পুমাংসং পুরুষশ্চ যোষাম্॥" —কাত্যায়ন সংহিতা

* শরতের রৌদ্রে লোক যেমন ছায়ার অধিকারী হয়, পিপাসু যেমন জল চায়, ক্ষুধিত যেমন অন্ন-লোলুপ হয়, শিশু যেমন মাতাকে এবং মাতা যেমন শিশুকে চায়, রমণী তেমনি পুরুষকে এবং পুরুষ রমণীকে চায়।

† এর থেকেই স্ত্রীর আর এক নাম দারা। দারা হয়েছে দৃ-ধাতু হতে। দৃ-ধাতু মানে বিদীর্ণ করা। আর, দারা তিনি যিনি স্বামীকে বিদীর্ণ ক'রে বহুতে পর্য্যবসিত করেন অর্থাৎ স্বামী হ'তে বহু সন্তান উৎপাদন করেন।

‡ "It is the first duty of a national state to raise marriage from a perpetual disgrace to the race and to consecrate it as an institution, which is called to reproduce the Lord's image, and not monstrous beings, half man, half monkey."

—Adolf Hitler

"স্ত্রীষু প্রীতিবিশেষেণ স্ত্রীষপত্যং প্রতিষ্ঠিতম্।
ধর্ম্মার্থৌ স্ত্রীষু লক্ষ্মীশ্চ স্ত্রীষু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥" —চরক সংহিতা

আবার, এই বিবাহ যদি উভয়ে উভয়ের cherishing and nourishing হ'য়ে উন্নতিকে excite না করে, তাহ'লে being-এর longevity affected হ'য়ে একটা ভীষণ deterioration-এ নিয়ে যায়। তবেই, বিবাহ করতে হ'লেই, বিধিমত তা'কে apply করতেই হবে—যদি বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়া আমাদের normal কাম্যই হয়—তা' নয় কি ?

তবে যাদের এমনধারা অবস্থা হয়েছে—বিয়ে না ক'রেই তাদের উন্নতি অবাধ হ'তে পারে, কিংবা বিয়ে করলে যাদের অধোগতি অনিবার্য্য, তাদের বিবাহ-ব্যাপার হ'তে দূরে থাকাই যুক্তিযুক্ত।*

আবার, মহাপুরুষেরা এমন কথা বলেননি যে, বিয়ে ক'রে গার্হস্থ্য আশ্রমে ঢুকলে ধর্ম্ম করা অর্থাৎ বাঁচা ও বৃদ্ধি পাওয়া হবে না—বরং গার্হস্থ্য আশ্রমে ঢুকে যা'তে মানুষ এই ধর্ম্মকে অটুট রেখে অনায়াসে চলতে পারে

---

* "Large numbers of men and women are condemned to the society of an utterly uncongenial companion, with all the embittering consciousness that escape is practically impossible."

'Principles of Social Reconstruction'—Bertrand Russel

"They may believe they are in love with each other, whereas their temperament demands a partner of a fundamentally different type.

"We advise against marriage unless the two sexual constitutions complement each other, unless each, so far as can be ascertained from our imperfect knowledge, can give happiness to the other."

—Dr. Magnus Hirshfeld
Chief of the Sex Institute, Berlin

"যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥
যস্মাত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥
স সন্ধার্য্যঃ প্রযত্নেন স্বর্গমক্ষয়মিচ্ছতা।
সুখঞ্চেহেচ্ছতাত্যন্তং যোঽধার্য্যো দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ৈঃ॥" —মনু সংহিতা

অর্থাৎ দুর্ব্বলেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ বিবাহিত হ'য়ে এই গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে পারে না।

তার কথাই বেশী বলেছেন; তাদের সম্মানও বেশী দিয়েছেন—আর বাস্তবিক হয়ও তা-ই।* এমন খুব কম ঋষির কথাই বোধ হয় জানেন, যাঁরা গার্হস্থ্যাশ্রমী নন, বরং অনেকেরই বহু পুত্র-কলত্রাদি ছিল।†—তাহ'লে তাঁরা অমন কথা কি ক'রে বলেন ?

প্রশ্ন। বিবাহ করাটা বললেন যে মানুষের একটা normal hankering—এই hankering-টাকে জয় করাই তো ধর্ম্ম ব'লে চ'লে আসছে চিরদিন ?

শ্রীশ্রীঠাকুর। তা' তো ঠিকই। জয় করা যে ধর্ম্ম, সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহই নাই। কিন্তু জয় করা মানে extinct করা কি ?‡ জয়

---

* "গৃহস্থ এবাযজতে গৃহস্থস্তপ্যতে তপঃ।
চতুর্ণামাশ্রমাণান্তু গৃহস্থস্তু বিশিষ্যতে।" —বশিষ্ঠ সংহিতা

"পিতৃদেবৈর্মনুষ্যৈশ্চ তির্য্যগ্‌ভিশ্চোপজীব্যতে।
গৃহস্থঃ প্রত্যহং যস্মাৎ তস্মাৎ জ্যেষ্ঠাশ্রমী গৃহী॥" —দক্ষ সংহিতা

"যস্মাত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহং।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাৎ জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী।" —মনু সংহিতা

মনু আবার বলেছেন, "স ত্রীন্ এতান্ বিভর্ত্তি হি।" অর্থাৎ, পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্যগণ ও কীটপতঙ্গাদি গৃহস্থের সেবাদ্বারা প্রতিদিন জীবনধারণ করে। গৃহস্থ জ্ঞান ও অন্নাদিদ্বারা মনুষ্যগণকে ধারণ করিয়া রাখে এবং তিন আশ্রমীকেই ভরণ করে বলিয়া গৃহস্থ শ্রেষ্ঠ।

"In Manu's opinion, those who are of weak character and have no control over their passions—they are not worthy of Grihasthasram (the householder's high estate)."

'The Indian Ideal of Marriage'—Rabindranath Tagore

† মহর্ষি বশিষ্ঠ, কশ্যপ, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য, বিশ্বামিত্র, যাজ্ঞবল্ক্য, অঙ্গিরা, মরীচি প্রমুখ ঋষি ও আচার্য্যশ্রেষ্ঠগণ সকলেরই পুত্র-কলত্রাদি ছিল এবং অনেকেরই একাধিক স্ত্রী ও পুত্রাদি ছিল। ইঁহারাই ভারতে গোত্রকারক ঋষি নামে পরিচিত। আর্য্য-সমাজে ব্রহ্মচর্য্যের পরেই প্রতি আর্য্য-সন্তান গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করিত। তখনও ভারতের আর্য্য-সমাজে চতুরাশ্রম বিকৃত হইয়া ওঠে নাই। পরবর্ত্তীকালে ধর্ম্ম-বিপর্য্যয় ঘটিল,—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রম শুধু সন্ন্যাসাশ্রমেই পরিণতি লাভ করিল, আর্য্য-সমাজ চতুরাশ্রমভ্রষ্ট হইয়া পঙ্গু হইতে আরম্ভ করিল।

‡ অর্থাৎ জয় করা মানে মূলোচ্ছেদ করা নয়। ইন্দ্রিয়ের দাস না হ'য়ে ইন্দ্রিয় যখন মানুষের দাস হয় তাহাকেই বলে ইন্দ্রিয়-জয়।

করা মানেই হ'চ্ছে,—যা'কে আমি জয় করি সে আমার property হ'য়ে থাকে,—আমার ইচ্ছামত আমি তা'কে যা' ইচ্ছা করতে পারি। যা'কে আমি জয় করেছি সে আমাকে তার মত চালাতে বা entice করতে পারে না—তাই, এই কামকে যে জয় করতে পারেনি, তার তো সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য।* Environment তা'কে তো শকুনের মত ছিঁড়ে-ছিঁড়ে টুক্‌রো-টুক্‌রো ক'রে সর্ব্বনাশে নিঃশেষ ক'রে দেবে সত্বরই।

তাই, কাম যা'কে কামুক করতে পারে না, সে যে স্বভাবতঃই মুক্ত,—তাই ধর্ম্ম তা'কে সহজেই ধ'রে রাখতে পারে। তাই, যে-পুরুষ কামুকতায় inclined হ'য়ে বিবাহ করতে চায়, সে বিবাহ-ব্যাপারে একদমই অনুপযুক্ত,—আর, যতদিন তার অমনতর সম্বেগ থাকে, ততদিন তার বিবাহ করাও উচিত নয়।

শাস্ত্রে আছে,—মেয়েরা পুত্রার্থী হ'য়ে সম্ভাবে সিক্ত ও সমুন্নত হ'য়ে স্বামীকে আরাধনা করত। আর, সেই ভাবদ্বারা স্বামী যদি inclined হতেন তবেই তাঁরা শ্রেষ্ঠ সন্তানের জনক-জননী হতেন।† তাই, সিদ্ধ ব্রহ্মচারীই

"A victory is twice itself when it brings home full numbers."

—Shakespeare

* 'কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবো।
মহাশনো মহাপাপ্‌মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্‌॥
ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতং গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্‌।" —শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা

† অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা।
দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ॥" —মনু সংহিতা, ৯।২৮

অপত্য অর্থাৎ সন্তান, ধর্ম্মকার্য্য, শুশ্রূষা, উত্তম রতি এবং পিতৃগণের ও নিজের স্বর্গ এই সমস্তই দারাধীন অর্থাৎ স্ত্রীর উপরই নির্ভর করে।

"স্ত্রীষু প্রীতিবিশেষেণ স্ত্রীষপত্যং প্রতিষ্ঠিতম্‌।" —চরক সংহিতা

স্ত্রীতেই প্রীতি, স্ত্রীতেই বিশেষভাবে অপত্য প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ, স্ত্রী স্বামীকে যে ভাবে উদ্বুদ্ধ ক'রে আনত করবে, সন্তান তা-ই হবে। স্বামীর স্ত্রীর ভাব-উদ্বোধনানিরপেক্ষ হ'য়ে আপনা হ'তে সুসন্তান জননের সামর্থ্য নাই। তপস্যা-নিরত-মহাদেবের আরাধনা ক'রে পার্ব্বতীর কুমারের সম্ভাবনা

বিবাহের উপযুক্ত পাত্র হতেন। কাম তাঁদের বিবাহকে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলত না—তাই আর্য্য-বিবাহ কামজ ছিল না, আর তা' হওয়া উচিতও না! বিবাহের ঘটক ছিল নারীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি!*

প্রশ্ন। এ যদি বলেন, তবে তো বোধ হয়, দেশে বিবাহ একটাও ঠিকমত হ'চ্ছে কিনা সন্দেহ—আর, তা'তে যে সন্তান হ'চ্ছে, তা'তে তো imbecile-এর সংখ্যাই বেড়ে যাচ্ছে।

হ'ল। ইনিই কার্ত্তিকেয়—দেব-সেনাপতি। স্ত্রী সম্ভাবে সমুন্নত হ'য়ে স্বামীকে আরাধনায় আনত করলে সৎপুত্রের উদ্ভব হয়; আর, স্বামী যদি আপনা হ'তেই স্ত্রীতে আনত হ'য়ে উপগত হয় তবে সুসন্তান হয় না, হয় কুসন্তান—আর এরূপ সন্তান প্রায়ই কন্যা হয়, পুত্র কচিৎ হয়। আবার, পুরুষের এই স্বেচ্ছানতি তাহাকে স্বল্পায়ু করে।

* "Marriage is not a concession to the weakness and sins of the flesh, but a means of attaining the highest spiritual development." —Keyserling

*By many such injunctions and in divers other ways are the Indian people kept reminded that the DHARMA of the householder consists in fulfilling the various claims of Humanity. And further, in Manu's opinion, those who are of weak character and have no control over their passions—they are not worthy of GRIHASTHASRAM (the householder's high estate)"

'The Indian Ideal of Marriage'—Rabindranath

"Just as in nature it is the female who determines whom she will permit to approach her as mate, so in civilized communities also it is the woman with whom the final decision rests."

'The Correct Statement of the Marriage Problem'
Count Hermann Keyserling

"No doubt the requisite faculty is inborn with woman. As a type, she has to bear with life. Consequently she is more realistic than man, and her whole psychology is so adjusted as not to sweep aside difficulties but to master them. Neither is her starting-point in marriage ever altogether unfavourable, as she chooses the man and not vice versa; but in modern life this hardly comes into consideration."

'The Book of Marriage'